দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 04 2002

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ...১......

ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ পরিচালনার জন্য ঢাকায় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এফিলিয়েটেড পূর্ণাঙ্গ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে

বিশেষ সাক্ষাৎকারে মহিউদ্দিন গাজী

কেন্দ্রীয় সভাপতি মাদরাসা ছাত্র আন্দোলন

বিগত সরকারের আমলে ইসলামী শিক্ষা ও মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি এ বৈরিতা চূড়ান্ত রূপ নেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দাবী-দাওয়াসহ বর্তমান ক্ষমতাসীন চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের কাছে ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স-এর মানে উন্নীত করা এবং এগুলো পরিচালনার জন্য ঢাকায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে মাঠে নামে মাদরাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ। আমরা ইনকিলাবে শিক্ষাঙ্গনের পক্ষ থেকে মুখোমুখি হই মাদরাসা ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহবায়ক প্রাক্তন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ফ্রন্ট ফোরাম-এর প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় সভাপতি মহিউদ্দিন গাজীর। নিম্নে সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল-

প্রশ্ন : মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার বৈষম্য কি বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর : ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। মাদরাসা শিক্ষা এ দেশের আপামর জনতার প্রাণের দাবী- এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমাদের দেশের সরকারগুলোর আচরণ হল বিমাতাসুলভ। মাদরাসার ছাত্রদের কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, আরবী সাহিত্যসহ সাধারণ শিক্ষার বাংলা, ইংরেজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসহ সমান তালে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। অথচ মাদরাসা শিক্ষাকে যথাযথ মান প্রদান করা হচ্ছে না। এটা কি বিমাতাসুলভ আচরণ নয়? এই যে দেখুন, ফাজিল ক্লাসে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, আকাইদ, বালাগাত ইত্যাদি বিষয়সমূহ তো আছেই। তার সাথে আবার ডিগ্রীর বাংলা, ইংরেজীর সিলেবাস হুবহু পড়া সত্ত্বেও ফাজিল ক্লাসকে ডিগ্রীর মান দেয়া হচ্ছে না। যার কারণে তারা বিসিএস, এলএলবি, বিএডসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেক্টরেই ভূমিকা রাখা থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও লক্ষ্য করুন, দেশে ১১২৫০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৭৫৭৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও মাত্র ৩৭১০টি ইবতেদায়ী মাদরাসার মধ্যে একটি ইবতেদায়ী মাদরাসাকেও সরকারী করা হয়নি। ১৫২৯০টি স্কুলের মধ্যে ৩১৭টি সরকারী স্কুল থাকলেও ৭০৯৬টি মাদরাসার মধ্যে সরকারী মাদরাসা মাত্র ৩টি। আবার ২১৯৮টি কলেজের মধ্যে ২০৩টি সরকারী কলেজ এবং এর মধ্যে অনার্স পাঠদানকারী কলেজ ৬০টি; অথচ মাদরাসায় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় অনার্স ডিগ্রিসহ উচ্চ শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নেই। এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন মাদরাসার দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রতি বিষয়ে মাত্র ২০ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর রাখা হয়েছে। এতে করে কখনই মাদরাসা A+ পাওয়া সম্ভব নয় যা মাদরাসা শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা, অজ্ঞতা ও বৈষম্যের প্রমাণ। বৈষম্যের সর্বশেষ প্রমাণ হলো, সম্প্রতি ইসলামী ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসের দাবিদার সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করলেও মাদরাসা শিক্ষার সূতিকাগার এবতেদায়ী মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কোন পরিকল্পনাই নেই। এ কি নিষ্ঠুর আচরণ!

প্রশ্ন : এই বৈষম্যসমূহ দূরীকরণের কোন উপায় আছে কি?

উত্তর : উপায় তো আছেই। অনেকগুলো উপায় আছে। এসব বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাই যথেষ্ট। প্রথমত : ইবতেদায়ী মাদরাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সমান সুযোগ দিলেই চলে। দ্বিতীয়ত : ফাজিলকে ডিগ্রীর মান ও অনার্স পদ্ধতি চালু করে এবং কামিলকে মাস্টার্স মান প্রদান করা। এক্ষেত্রে ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ পরিচালনার জন্য ঢাকায় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এফিলিয়েটেড পূর্ণাঙ্গ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রশ্ন : মাদরাসা ছাত্রদের দাবী আদায়ে আপনারা কি কি ভূমিকা পালন করে চলেছেন? এবং আপনাদের মৌলিক দাবীগুলো কি কি?

উত্তর : মাদরাসা ছাত্রদের দাবী আদায়ে আমরা সম্ভাব্য সব ধরনের কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ ১৯৮৫ সাল থেকে এ দেশের আপামর ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন সময় সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে মাদরাসা ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আরও আমাদের সব দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করছি। আমাদের মৌলিক দাবী হল, ইসলামী শিক্ষানীতি চালু করা এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষার বৈষম্য দূর করা।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন দেশের জন্যে মাদরাসা ছাত্ররা সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে পিছিয়ে?

উত্তর : অবশ্যই না, বরং [illegible] মাদরাসা ছাত্রদের কোরআন, হাদীস, আরবী সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, [illegible] শিক্ষার্থীদের সমান পড়াশোনা করতে [illegible] দেয়ার প্রয়োজন। বরং আমি মনে করি, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাদরাসা ছাত্রদের মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০' এবং 'কুদরত-ই-খুদা' শিক্ষানীতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করে ড. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরী 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০' উভয়েরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি চালু করা।

প্রশ্ন : 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০' বাস্তবায়ন হলে আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়?

উত্তর : 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০' যেটি প্রণীত হয়েছে আওয়ামী সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়েই আওয়ামী শীর্ষ হাইব্রিড ও তৃণমূল নাম দিয়ে এবং যৌবনে ইংরেজের নামে দেশের কওমী মাদরাসাগুলো বন্ধের পাঁয়তারা করে। ৪ হাজার আলিয়া মাদরাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র এবং ১৪৫টি মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়। অবশ্য ক্ষমতা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে মাদরাসা বন্ধের দুর্নাম ঘোচানোর জন্য তড়িঘড়ি আওয়ামী ঘরানার নামসর্বস্ব কিছু মাদরাসা মঞ্জুর করে। তাদের আমলে কোন কলেজেই ইসলামিক স্টাডিজ চালু করার অনুমতি দেয়নি। তাদের প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০০'-এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার কোথাও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ নেই। বরং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চারুকলার নামে সঙ্গীত, নৃত্যশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী উদ্যোগে ও অর্ধমূল্যে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে জাতীয় চিত্রশালা, সঙ্গীত, নৃত্য একাডেমী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় ৪০ বলা হলেও তাতে কুরআন, হাদীস শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আরবী ভাষা শিক্ষার কোন সুযোগই থাকছে না। অর্থাৎ এখানে মাদরাসা শিক্ষার শিকড় কেটে ফেলা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শেখ নুরুন্নবী